ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ
উপদেষ্টা
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Dr. Salehuddin Ahmed
Adviser
Ministry of Finance
Government of the People's
Republic of Bangladesh

মুখবন্ধ

অর্থ বিভাগের নিয়মিত প্রকাশনা হিসেবে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির একটি বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরে। এ সমীক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো সরকারের গৃহীত অর্থনৈতিক নীতি ও কৌশলসহ দেশের অর্থনীতির খাতওয়ারি উন্নয়ন ও অগ্রগতি সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা প্রদান করা। বিগত বছরসমূহের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

বিশ্বের অন্যান্য অনেক দেশের মতো বাংলাদেশও কোভিড-১৯ এর বিরূপ প্রভাব অনেকাংশে কাটিয়ে উঠেছে। তবে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং ইসরায়েল-গাজা সংকটসহ ভূরাজনৈতিক অস্থিরতা বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য নতুন করে গুরুতর চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। এসব বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও বাংলাদেশ ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৫.৭৮ শতাংশ এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৫.৮২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকসমূহের মধ্যে রপ্তানি আয় কমে ৪৪.৪৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরের ৪৬.৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় ৪.৩৪ শতাংশ কম। একইসঙ্গে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে আমদানি ব্যয় হ্রাস পেয়ে ৬৬.৭৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের ৭৫.০৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় ১১.১ শতাংশ কম। ফলস্বরূপ, বাণিজ্য ঘাটতি কমে ২২.৪৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যেখানে পূর্ববর্তী অর্থবছরে এ ঘাটতি ছিল ২৭.৩৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অন্যদিকে, বৈশ্বিক অস্থিরতা সত্ত্বেও ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে প্রায় ১১.৮১ লাখ কর্মী বিদেশে গমন করেছেন, যেখানে ২০২২-২৩ অর্থবছরে এই সংখ্যা ছিল ১১.২৬ লাখ, এবং রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়ে ২৩.৯১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ১০.৬৫ শতাংশ বেশি। বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস এবং রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধির কারণে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে চলতি হিসাবে ঘাটতি কমে ৬.৫১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যেখানে ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ ঘাটতি ছিল ১১.৬৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এছাড়া, বৈদেশিক ঋণের প্রবাহও লেনদেন ভারসাম্যের (BoP) ঘাটতি হ্রাসে কিছুটা সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। ফলস্বরূপ, সামগ্রিক ঘাটতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৪.৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে নেমে এসেছে, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৮.২২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছিল।

বৈশ্বিক ভূরাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সাপ্লাই চেইনে বিঘ্ন ঘটায় সামগ্রিক চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে ভারসাম্যহীন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, যা অনেক দেশে উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করেছে। বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশেও মুদ্রাস্ফীতির চাপ পরিলক্ষিত হয়েছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সাধারণ মুদ্রাস্ফীতির হার বেড়ে ৯.৭৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যেখানে খাদ্যপণ্যের ক্ষেত্রে এ হার ছিল ১০.৬৫ শতাংশ এবং খাদ্যবহির্ভূত পণ্যের ক্ষেত্রে এ হার ছিল ৮.৮৬ শতাংশ।

জুন ২০২৪ শেষে দেশের মোট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে ২৬.৮২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যেখানে জুন ২০২৩ শেষে তা ছিল ৩১.২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। দেশের এ রিজার্ভ হ্রাসের পেছনে বৈশ্বিক বাজারে জ্বালানি ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি, উন্নত দেশসমূহে সুদহারের ঊর্ধ্বগতি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তবে, বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণসহ দেশের অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করতে এবং অর্থনীতিকে উচ্চ প্রবৃদ্ধির গতিপথে এগিয়ে নেয়ার জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪ প্রকাশের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখার জন্য আমি অর্থ বিভাগের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এ প্রকাশনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহকারী সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর এবং সংস্থার প্রতিও আমি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি আশা করি যে, এই গ্রন্থটি গবেষক, নীতিনির্ধারক, পরিকল্পনাবিদ, শিক্ষার্থী, পাঠক এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের জন্য একটি মূল্যবান তথ্যভান্ডার হিসেবে কাজ করবে, যা বৈশ্বিক এবং বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান ও ভবিষ্যতের গতিশীলতা সম্পর্কে তথ্যভিত্তিক গভীর ধারণা (Deep insights) প্রদানে সক্ষম হবে।

(ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ)